মাহবুব উল আলম চৌধুরী

ছড়ায় ছড়ায়

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

সীমান্ত প্রকাশন

ছড়ায় ছড়ায়
মাহবুব উল আলম চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৪

প্রকাশক
সীমান্ত প্রকাশন
আর্টিষ্ট্রিজা
৫০ পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা ১০০০
ফোন ঃ ৮৩২ ২৪৬৪
০১১৯৯ ৮৭৬১৪৭

স্বত্ব
সাফিনা আহমেদ
ইশতিয়াক আহমেদ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
রফিকুন্ নবী

সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন
রেজাউল হায়দার

ISBN 984-32-1931-1

মুদ্রণ
একতা প্রিন্টার্স
১১৯ ফকিরাপুল
ঢাকা ১০০০

প্রাপ্তিস্থান
সাহিত্য প্রকাশ
৩৭/২ পুরানা পল্টন
ঢাকা
ফোন ঃ ৯৫৬ ০৪৮৫

পাঠক সমাজ
১৭/এ আজিজ মার্কেট, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৬৬২৭৬৬

মূল্য
একশত টাকা

CHORAY CHORAY : Mahbubul Alam Chowdhury ■ Date of Publication : 1 Poush 1411, 15 December 2004
© Safina Ahmed & Ishtiaq Ahmed
Published by : Simanto Prokashon. Artistreeza, 50 Purana Paltan Lane 5th Floor, Dhaka 1000 Phone : 8322464
Printed by : Akota Printers
Price : Taka one hundred only, US$ 2.

উৎসর্গ
আমার প্রিয় নাতি
ইখ্‌তিসাদ আহমেদ
ইবতিসাম আহমেদ – কে

সূচী

আমাদের গর্ব	৭
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই	৮
বজ্র হয়ে আসবো	১০
রাঙামাটি লাল নয়	১১
খবর	১২
নদীর ধারে হাট বসেছে	১৩
গল্প এনেছি	১৪
কেন	১৫
ভুতুম করে খাই খাই	১৭
এ কোন সোনার দেশ	১৮
সুমন	১৯

উল্টো দেশ	২০
কলম দিলাম উড়িয়ে	২১
নাচতে যাবোনা	২২
উড়ে ঠাকুর	২৩
দেশের সুদিন আসবে	২৫
গবু রাজা	২৬
সবই ভালো	২৮
আমীর আলী ডাক্তার	৩০
আজব দেশ	৩১
ডল্‌ফিন্‌	৩২

আমাদের গর্ব

বাংলা ভাষায় কথা বলি
এই আমাদের গর্ব
বাংলাদেশের জয় পতাকা
শক্ত হাতে ধরব ॥

ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে
এমন দেশটি কোথায় আছে
কোন বা দেশের কবির গানে
ঢেউয়ের মত রক্ত নাচে ॥

জান দেবোতো মান দেবো না
এই আমাদের শিক্ষা
নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াই
চাইনা কারো ভিক্ষা ॥

তোমার কোলে জন্ম মোদের
ধন্য মাগো ধন্য
আবার যদি প্রাণ দিতে হয়
(মাগো) দেবো তোমার জন্য ॥

রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই

এক যে ছিল মন্দ রাজা
করাচিতে থাকতো
ঢাকায় বসে মন্ত্রী তাহার
রাজার ভয়ে কাঁপতো।

বললো রাজা আমার রাজ্যে
বাংলা ভাষা চলবেনা
রাষ্ট্র ভাষা উর্দু হবে
মিটিং মিছিল করবে না।

প্রজারা কয়, এ কী রাজা
উর্দু ভাষা বুঝি না
বাংলা আমার মায়ের ভাষা
তোমার আদেশ মানব না।

এই না বলে ছাত্ররা সব
করল মিছিল রম্‌নাতে
ছেলে মেয়ে জোয়ান বুড়ো
হাত মিলাল একসাথে।

মন্ত্রীব্যাটা হাঁকলো জোরে ঃ
মিছিল করা চলবে না
হাজার কণ্ঠ উঠল ফুঁসে
তোমার আদেশ মানবো না।

উঠল শ্লোগান ঃ
আমরা সবাই ভাই ভাই
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

এমন সময় রাজার সেপাই
করল গুলি মাঠটাতে
শহীদ হলো অনেক তরুণ
শিশির ভেজা রমনাতে ॥

বজ্র হয়ে আসবো

রাজারে রাজা – এ কেমন সাজা
উঠতে গেলে বসতে বলিস
বসতে গেলে ছুটতে।
হরিণ হয়ে ছুটি যদি
বলিস তখন উড়তে।
হাতে পায়ে শিকল দিলি
কেমন করে উড়বো।
বুকে জ্বালা মুখে তালা
কেমনে মুখ খুলবো।

মা বলেছে মরার কালে
ফসল ভালবাসতে
ধান করেছি সোনার বিলে
তোমার হাতে কাস্তে ।

লালকে বলিস কালো রাজা
নীলকে বলিস লাল।
মিষ্টিকে তুই তেতো বলিস
টক্‌কে কেন ঝাল,
প্রশ্ন যদি সুধাই রাজা
তেড়ে আসিস মারতে
দুঃখ পেয়ে কাঁদি যদি
বলিস তখন হাসতে।

ভাই মেরেছিস–বোন মেরেছিস
কেমন করে হাসবো
এবার যদি হাসতে বলিস
বজ্র হয়ে আসবো।

রাঙামাটি লাল নয়

রাঙামাটি লাল নয়
ঢাকার নেই ঢাক্‌না
প্রজাপতি পাখী নয়
আছে তার পাখনা।

মনি সিং এর সিং নেই
ইয়া বড়া বেণী
ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলে
লাহোর থেকে ফেনী।

মতিঝিলে মতি নেই
অনেক অনেক গাড়ি
গলাগলি করে থাকে
উঁচু উঁচু বাড়ি।

বিলাতে এক রানী আছে
বর তার রাজা নয়
আমাদের ময়নাকে সবাই মিলে রাজা কয়।
সব রাজা এক নয়
কেউ করে লুঠপাট
কারো নাম শুধু রাজা
করেনা সে উৎপাত।

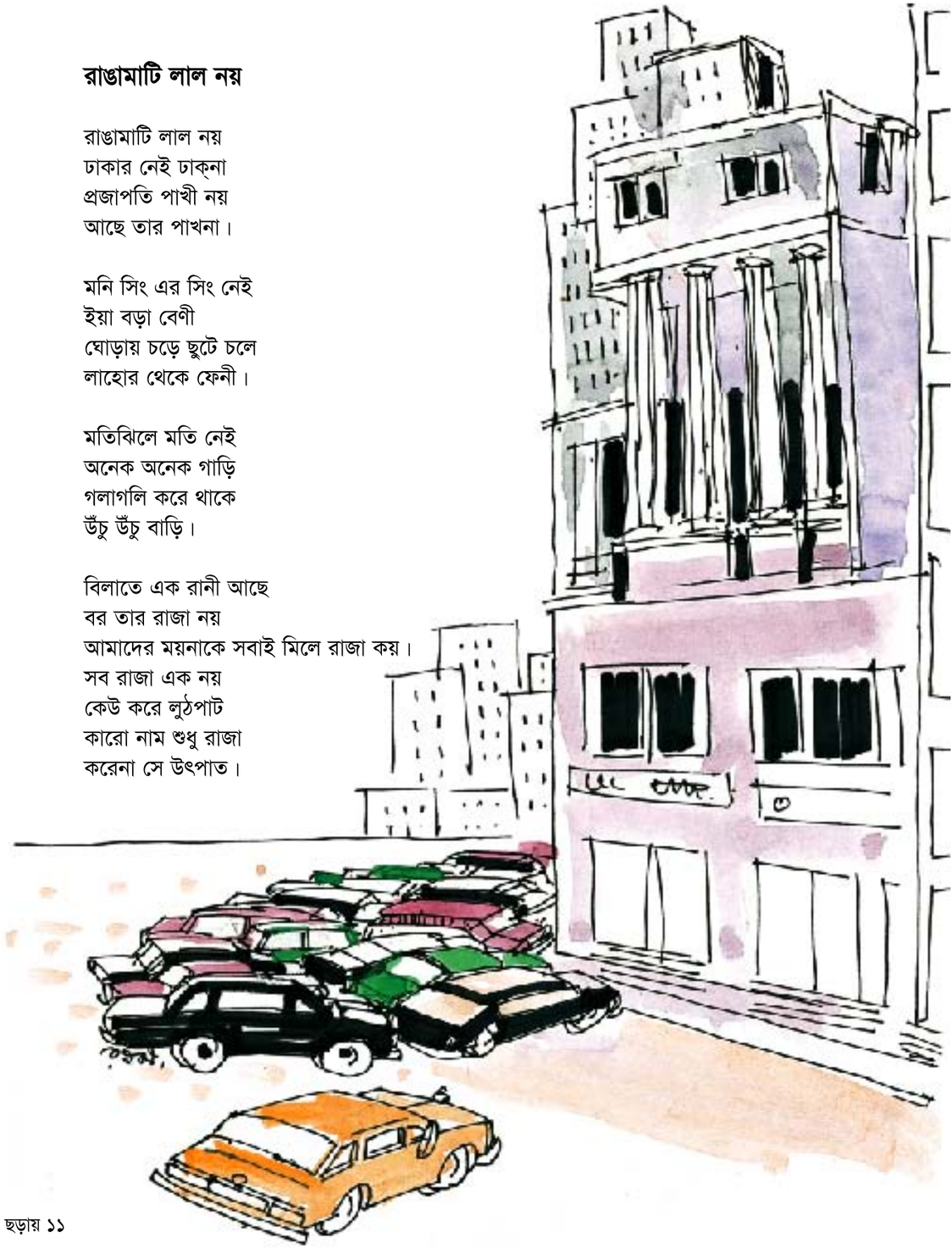

খবর

খবর খবর জবর খবর
খবরে আছে বুশ
ইরাকে সে মানুষ মেরে
তাদের রক্তে
খায় অরেঞ্জ জুস্

বিশ্বব্যাপী ধ্বনি উঠে
যুদ্ধ বরবাদ
শান্তি প্রিয় মার্কিনীরা
করে প্রতিবাদ।

তবুও সে যুদ্ধ চালায়
কানে দিয়ে তালা
বিলেত গিয়ে পেল এবার
ছেঁড়া জুতার মালা ।

লজ্জা শরম নাই যে তাহার
দেখ তাহার জ্ঞানের বাহার
পূর্বকে সে পশ্চিম বলে
দক্ষিণকে উত্তর
এখন বিশ্বব্যাপী ধিক্কার ধ্বনি
নিজের দেশে ঝড়।

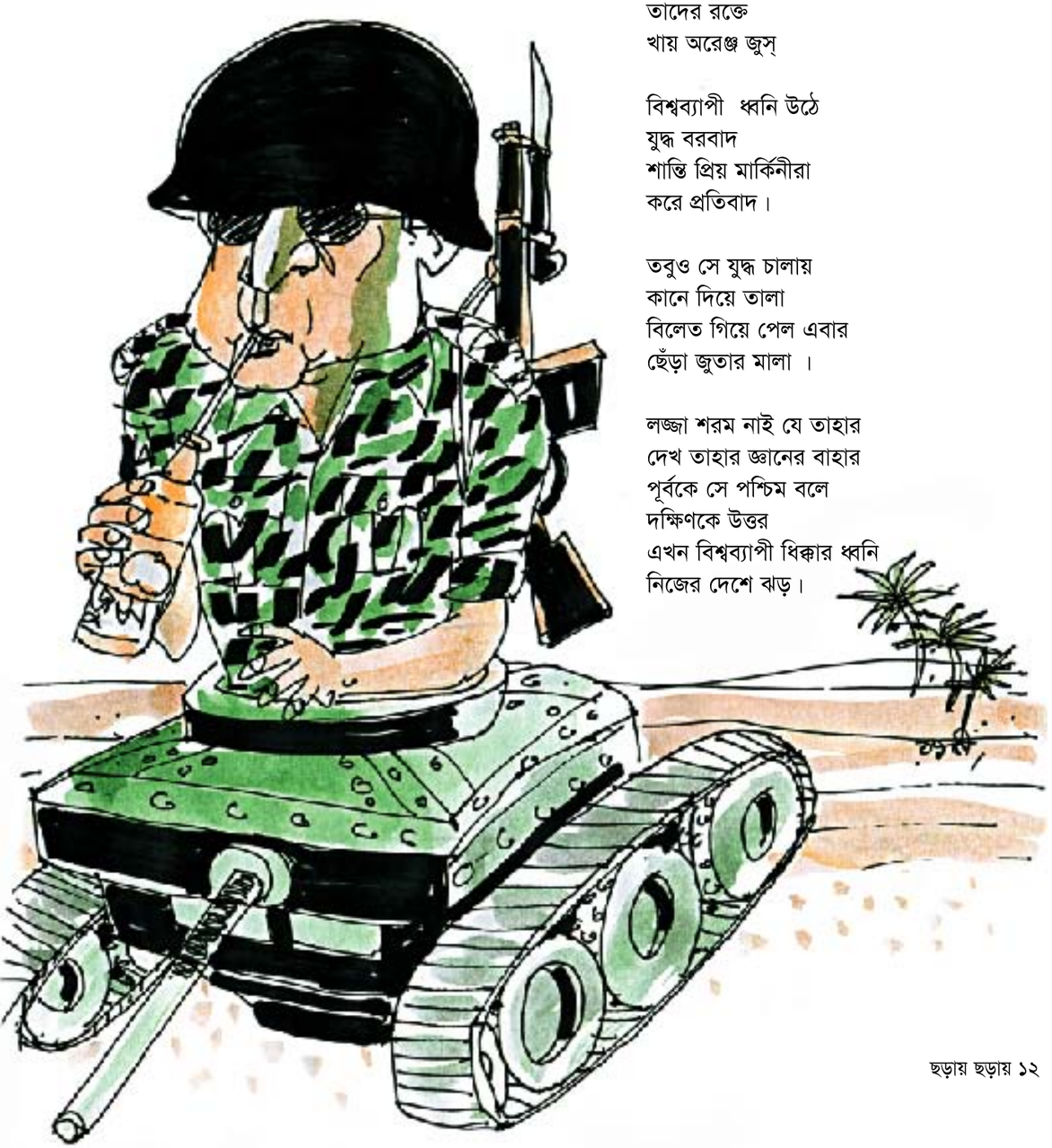

নদীর ধারে হাট বসেছে

নদীর ধারে হাট বসেছে,
নৌকাগুলো ঘাটে
কী আনন্দে খেলছে সবাই
কৃষ্ণচূড়ার মাঠে।
গ্রাম জুড়ে সবুজের ঢেউ তোলা মাঠ
পথের শেষে নদীর ধারে ছোট্ট খেয়া ঘাট।

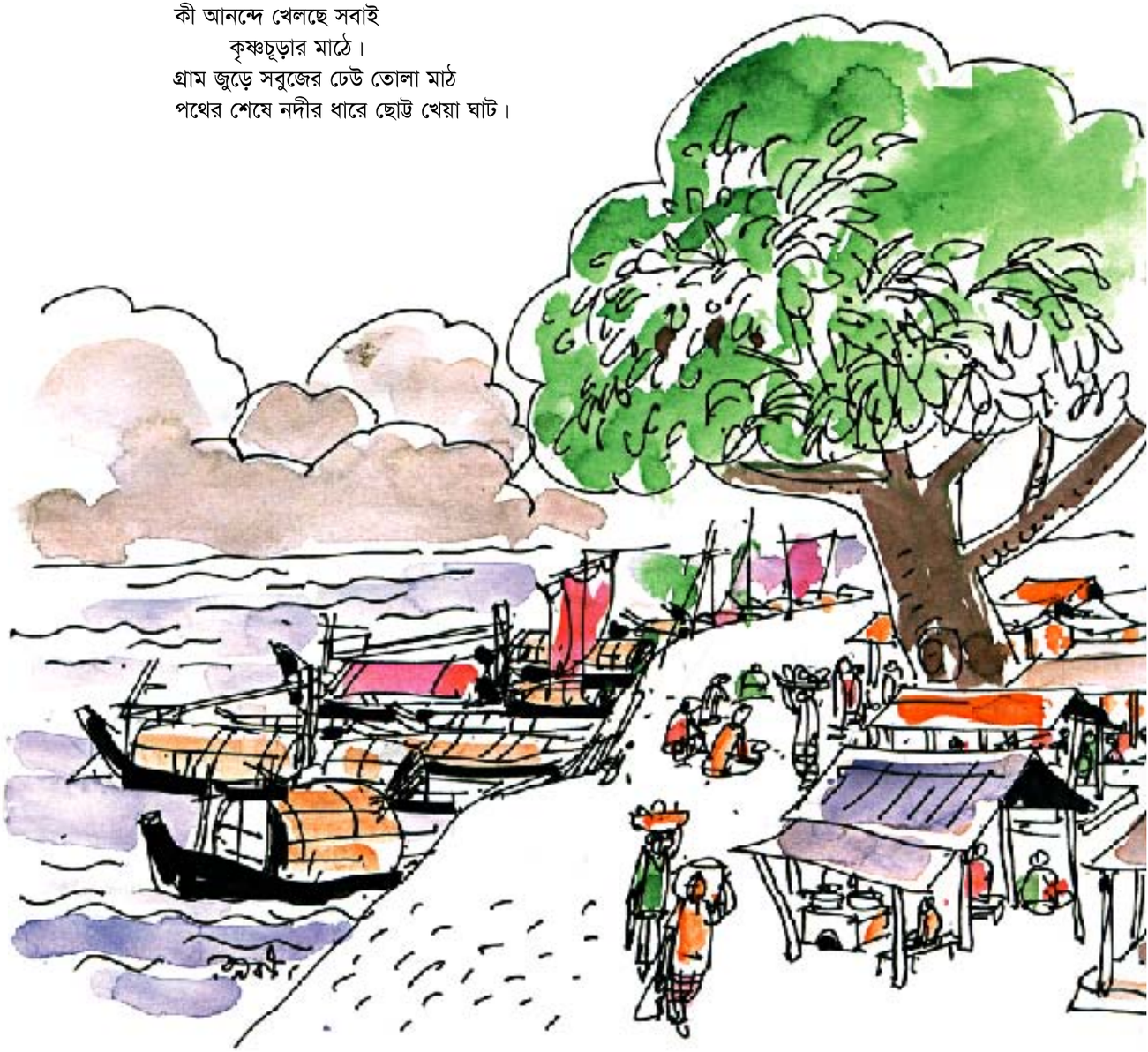

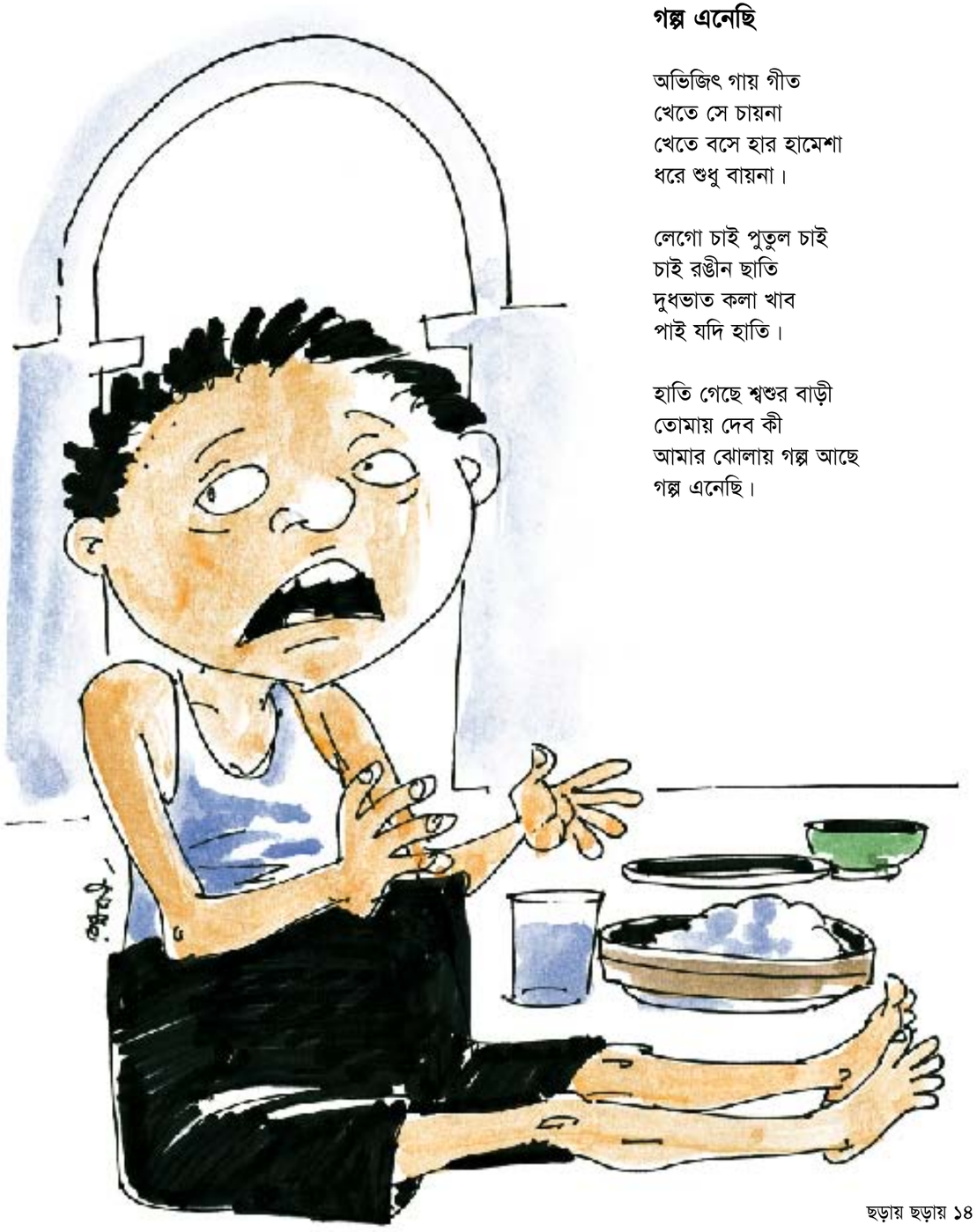

গল্প এনেছি

অভিজিৎ গায় গীত
খেতে সে চায়না
খেতে বসে হার হামেশা
ধরে শুধু বায়না।

লেগো চাই পুতুল চাই
চাই রঙীন ছাতি
দুধভাত কলা খাব
পাই যদি হাতি।

হাতি গেছে শ্বশুর বাড়ী
তোমায় দেব কী
আমার ঝোলায় গল্প আছে
গল্প এনেছি।

কেন

মেঘগুলো মা সাদা কেন
আকাশ কেন নীল
কাকগুলো সব কালো কেন
খয়রী কেন চিল
মাছগুলো সব জলে কেন
শিয়াল থাকে বনে
হরিণেরা সব পালায় কেন
বাঘের দর্শনে।

আঁখের রস মিষ্টি কেন
তেতুল কেন টক
নীম কেন মা এত তেতো
সাদা কেন বক।

ইঁদুর কেন গর্তে থাকে
নৌকা থাকে ঘাটে
পাখীরা সব উড়ে বেড়ায়
ছাগল চড়ে মাঠে।

সাদা কালো মানুষ কেন
রক্ত সবার লাল
মাদ্রাজীরা টক কেন খায়
বাঙালিরা ঝাল।

জেলেরা সব মাছ ধরে
কাপড় বুনে তাঁতি
কুমোর বানায় মাটির কলস
বাসন কোসন বাটি।

কাস্তে বানায় গ্রামের কামার
নৌকা চালায় মাঝি
যুদ্ধে যিনি বিজয়ী হন তাকে বলে গাজী।

চাষীরা সব মাঠে লাগায়
ধানের সবুজ চারা
গাঁয়ের বাউল গানে গানে
ঘুরে বেড়ায় পাড়া।

ভোরে উঠে বাড়ী বাড়ী
নাপিত কাটে চুল
শরৎকালে নদীর ধারে
ফোটে কাশের ফুল।

কবি গানে কবির মুখে
খইয়ের মত বুলি
রাখাল বাজায় বাঁশের বাঁশী
ঢোলক বাজায় ঢুলি।

পালকি কাঁধে চলে যারা
কাঁহার তাদের কয়
গরুর গাড়ী চালায় যারা
গাড়োয়ান সে হয়।

বলদ দিয়ে ঘানি টেনে
তেল বানায় যারা
কলু বলে গ্রামে গ্রামে
পরিচিত তারা।

ময়রা বানায় রসগোল্লা
গোয়ালা বানায় ঘি
থালা বাসন মাজে যারা
তাদের বলে ঝি।

এরা সবাই কাজ করে খায়
ফলায় সোনার ধান
জমিদার আর ধনীরা সব
কাজ না করে খান ॥

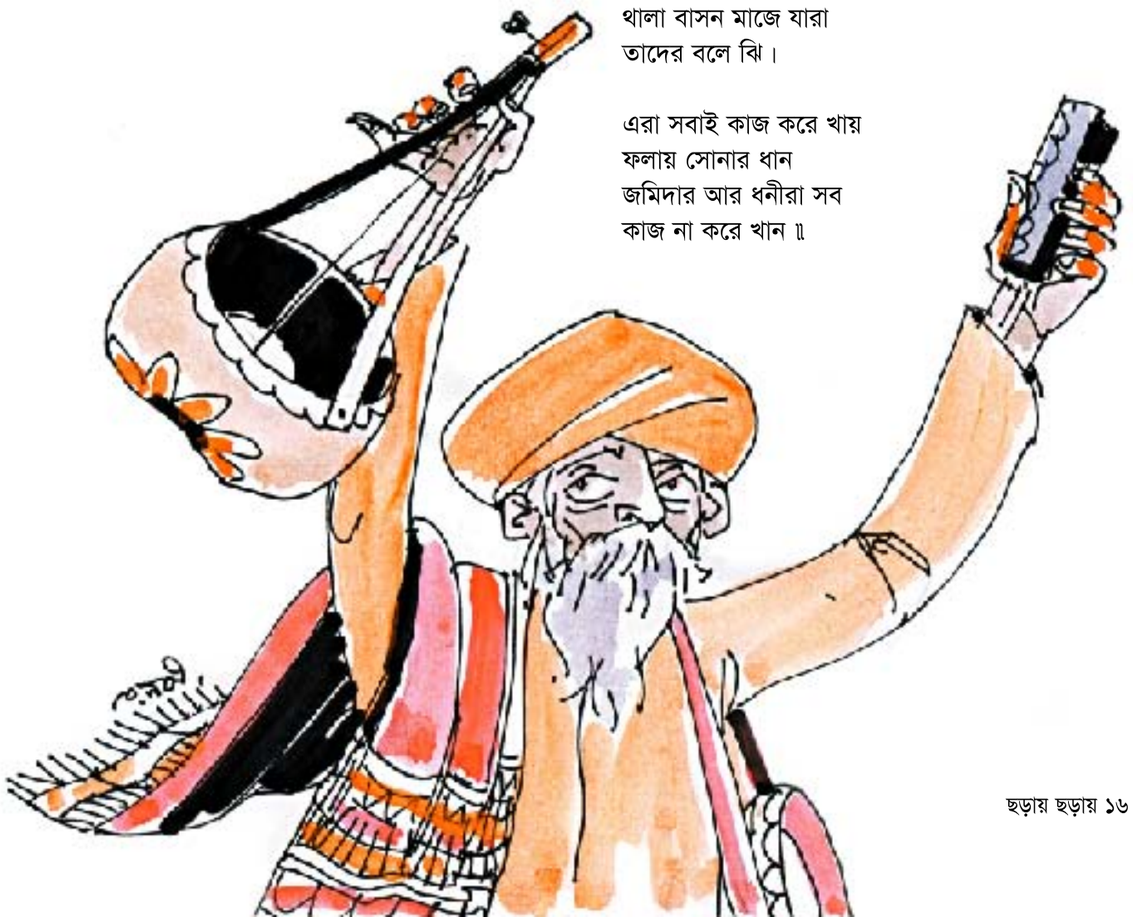

ভুতুম করে খাই খাই

ভুতুম করে খাই খাই
মা বলে যে আর নাই
মা গিয়েছে পুকুর পার
ভুতুম খেল দইয়ের ভাঁড়।

মা এসে কয় দই কই
ভুতুম বলে আমি নই।

দই খেয়েছে বিড়ালে
মুরগী নিল শিয়ালে।

আতা গাছে আম
আম গাছে আতা।

ভুতুম বলে আমি খাবো
রুই মাছের মাথা ॥

এ কোন সোনার দেশ

খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
এ কোন সোনার দেশ
রাজপ্রভুদের গাড়ীর চাপায়
দেশটি হলো শেষ।
নকল সোনা নকল খাবার
নকল খাবার তেল
নকল মধু খাচ্ছে যদু
কথা বললে জেল।

আশি টাকায় খাচ্ছি বেগুন
একশ টাকায় সীম
ত্রিশ টাকায় বেচছে পটল
ষাট টাকায় ডিম।
ক্ষেত খামারে জ্বলছে আগুন
উপায় এখন কি
বলতে পারো তোমরা কেউ,
মোল্লা বাড়ির ঝি।

এমন মজা হয়না
গায়ে সোনার গয়না
দেশ জুড়ে অভিষেক
বাজছে কত বাদ্য
উত্তরবঙ্গে মঙ্গায়
পায়না কেউ খাদ্য।

সুমন

সুমন, তুমি ভাল ছেলে
আমি নাইবা হলাম পিতা
সুমন তুমি আমার ছেলের মিতা।

সুমন, তোমায় আমি কী বা দিতে পারি
দালান, কোঠা সোনার-বাটি গাড়ী
নেই তো আমার
আমি দেব বৌকে তোমার
লাল টুক্‌টুক্ শাড়ী।

সুমন তোমার হাতে দেখছি এখন কী
কোথায় গেল তোমার হাতের
প্রাণ মাতানো বাঁশী
কোথায় গেল তোমার মুখের
স্নিগ্ধ মধুর হাসি।

সুমন, তোমার হাতে দেখছি এখন কী
বাঁশী ফেলে এখন আমি অস্ত্র নিয়েছি ॥
সুমন, তোমায় আমি এখন দেব কী
বলল সুমন
তোমার জন্য আমি এখন
ছিনতাই করা গাড়ী এনেছি ॥

উল্টো দেশ

আমার ছড়া মনের গড়া
নাইকো ছন্দ মিল
যেমন আকাশ জুড়ে
হাতি উড়ে
জলের মাঝে চিল।

যেখায় মাটি ফুটে
সূর্য ওঠে
হাওয়ায় হাওয়ায় ফুল
আকাশে সব ঘর বাড়ী
পুকুরের নাই কূল।

প্রজারা সব রাজা হয়
রাজা হয় প্রজা
প্রজাপতি সেনার মতো
ধরে রাজার ধ্বজা।

সেথা পশুরা সব কাপড় পরে
মানুষ থাকে ন্যাংটা
মনের সুখে উড়ে বেড়ায়
তাল পুকুরের ব্যাঙটা।

ওই দেশেতে
ঘর বাড়ীর নেইকো কোন ছাদ
রাতের বেলায় সূর্য ওঠে
দিনের বেলায় চাঁদ।
ইঁদুরেরা হাতির মতো
মাছির মতো হাতি
সেথায় রাতের বেলায়
গভীর আলো
দিনের বেলায় রাতি।

কলম দিলাম উড়িয়ে

লেখা পড়া করে যেই
গাড়ী ঘোড়া টানে সেই
গাড়ী নিল বাবার প্রাণ
ঘোড়া নিল আমার প্রাণ
প্রাণে প্রাণে যুদ্ধ
আমি বড়ো ক্ষুব্ধ
কলম দিলাম উড়িয়ে
বই দিলাম পুড়িয়ে
রাজার ঘরে খাজনা দিতে
সবই গেল ফুরিয়ে।

নাচতে যাবোনা

রাজা এলো
রাজা গেলো
বন্যা এসে দেশ ভাসালো
খাজনা তবু কমলোনা ॥

পেটে খেলে পিঠে সয়
পেটে নেই ভাত
ঠিকানা ফুটপাত
এখন থেকে খাজনা দেবো না ॥

স্বাধীনতার উৎসবে,
অন্নহারা বস্ত্রহারা
ঘর হারাদের নাচ হবে
এখন থেকে খিচুড়ি খেয়ে নাচতে যাবোনা ॥

উড়েঠাকুর

উড়েঠাকুর রান্না করেন
রবিঠাকুর লেখেন পদ্য
যামিনী রায় ছবি আঁকেন
প্রমথ চৌধুরী গদ্য।
বিদ্যার সাগর ছিলেন ঈশ্বরচন্দর
সারা জীবন ছিলেন তারা
কোলকাতা বন্দর।

বিধান রায় ছিলেন এক
মস্তবড় বদ্যি
তার কথা শুনতে পেলে
ব্যাঙের হতো সদ্দি।

ফজলুল হককে বলা হতো
বাঙলার বাঘ
মাটির মানুষ ছিলেন বলে
ছিলনা তার রাগ
প্রজার দুঃখ শুনতে পেলে
তিনি শুধু কাঁদতেন
সারা জীবন তাদের কথা
মাঠে ঘাটে বলতেন।

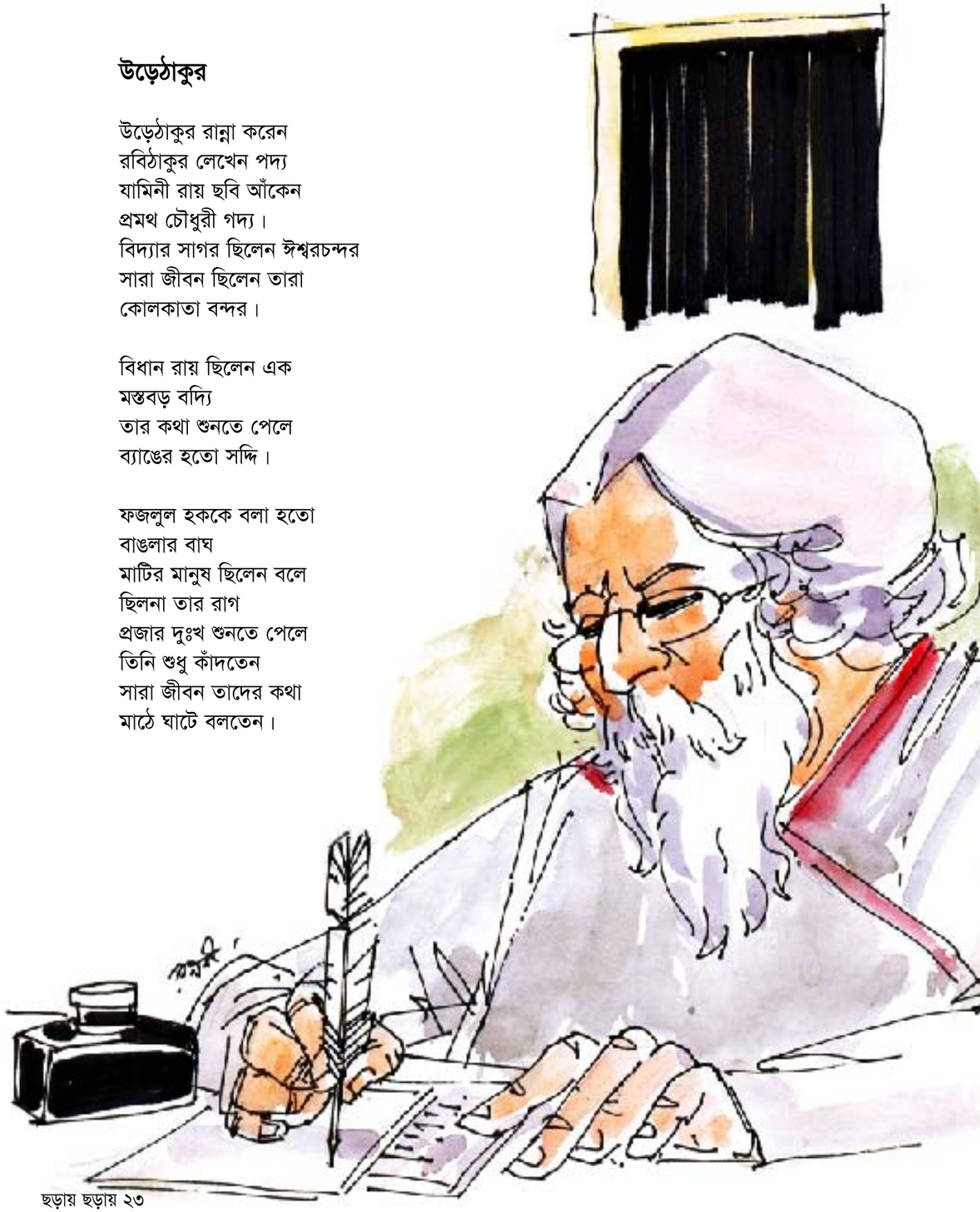

প্রজার দুঃখ শুনতে পেলে
তিনি শুধু কাঁদতেন
সারা জীবন তাদের কথা
মাঠে ঘাটে বলতেন।

বাঙলার ইতিহাসে
বিদ্রোহী এক নাম
মোদের গর্ব মোদের কবি
নজরুল ইসলাম।

দেশের সুদিন আসবে

লেখায় আমার বান এসেছে
হাজার রকম লেখা
সোজা লেখা উল্টো লেখা
লেখা এবং রেখা।
লেখা আসে
রেখার পিঠে চড়ে,
লেখার নামে নানা কথায়
খাতাটি যায় ভরে।

এমন লেখা লিখব এখন
যাতে হবে রাজার পতন
মন্ত্রী যাবে পালিয়ে
রাজা যাবে হারিয়ে
রাজায় প্রজায় যুদ্ধ হবে
জিতবে জনগণ
দেশের মানুষ থাকবে সুখে
ফুটবে হাসি সবার মুখে
সন্ত্রাসীরা মরবে
দেশের সুদিন আসবে।

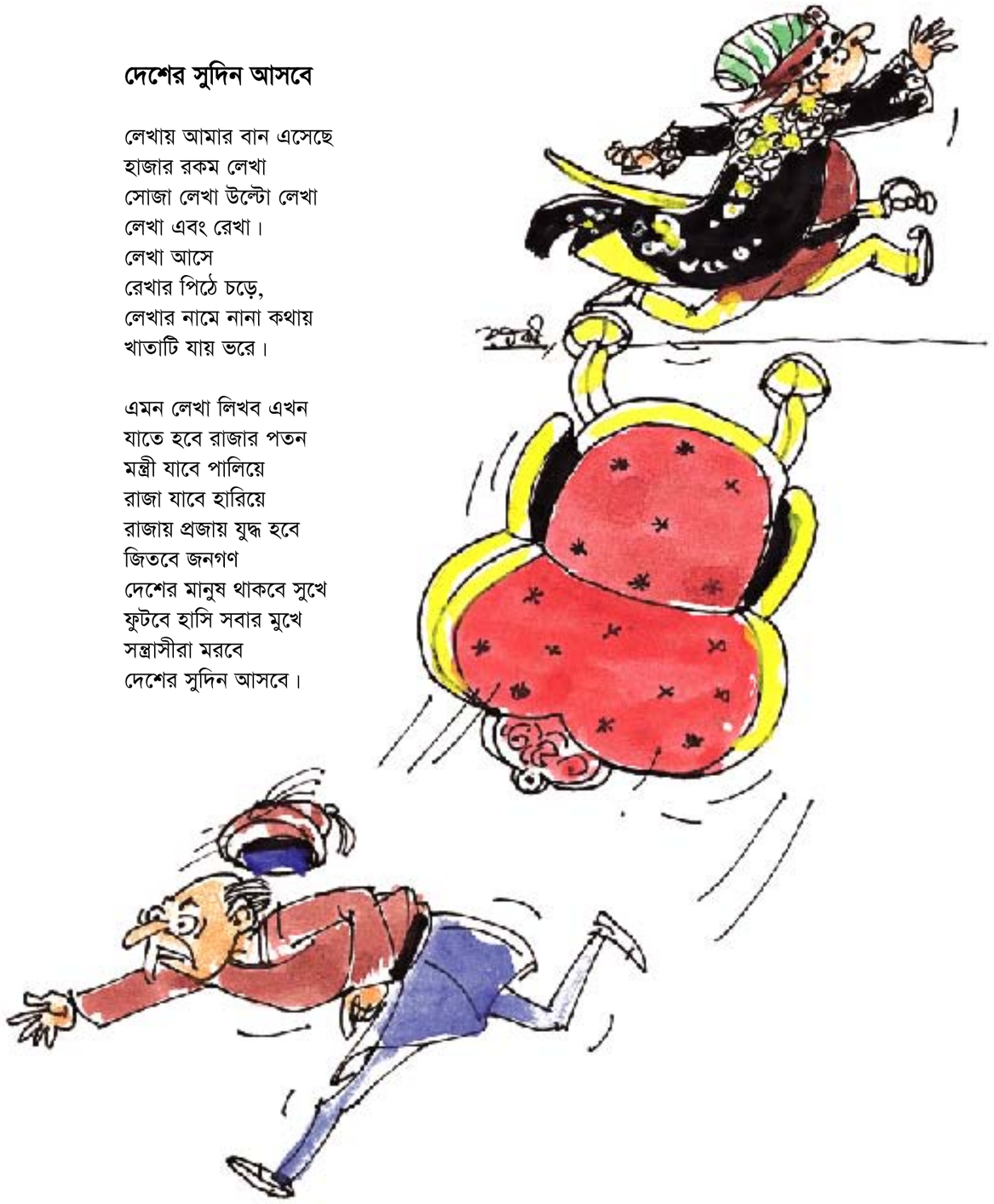

গবু রাজা

গবু রাজার অভিষেক
বাজছে কত বাদ্য
দুই হাতে বিলাচ্ছেন
হরেক রকম খাদ্য
পান্তুয়া রসগোল্লা
ক্ষীরমোহন সন্দেশ
খেতে খেতে প্রজারা
হয়ে গেল সব শেষ।

বামুন মশায় খেতে খেতে
পেট করল ভারী

তাকে নিতে আসল এখন
মস্ত বড় গাড়ী
টানতে গিয়ে ঠেলা গাড়ীর
উল্টে গেল চাকা
বামুন মশায় গাড়ীর নীচে
পড়ে গেলেন ঢাকা।

সবই ভালো

আমার কাছে সবই ভালো
আকাশ ভালো বাতাস ভালো
বদ্দিনাথের পদ্দি ভালো
নন্দলালের ছন্দ ভালো
প্রজাপতির পাখা ভালো
খেক্ শেয়ালের বুদ্ধি ভালো
বরিশালের চাওল ভালো
বিক্রমপুরের মিষ্টি ভালো
কাশীরামের কাশি ভালো
বাসি ভাতের পান্তা ভালো
আতা ফলের পাতা ভালো

কোলা ব্যাঙের ছাতা ভালো
নদীর বুকে নৌকো ভালো
দস্যু বিলের শয্য ভালো
ছাগল ভালো পাগল ভালো
মধু মাসের কাঠাল ভালো ॥

পটল ডাঙ্গার পটল ভালো
সুন্দর বনের বাঘ
রসুনপুরের রসুন ভালো
যদুবাবুর রাগ
মাখন মিঞার মাখন ভালো
উদয়পুরের আঁক
সতুবদ্যির অষুধ ভালো
দূর্গাপূজার ঢাক
সাবার চেয়ে অধিক ভালো
মায়ের মধুর ডাক ॥

আমীর আলী ডাক্তার

আমীর আলী ডাক্তার
ইয়ে বড় লেজ তার
এম. বি. বি. এস
এফ. আর. সি. এস
কত সব ডিগ্রী।

তাই দেখে ভয় পেয়ে
রোগীরা সব পালাল
ফতেপুর সিক্রী।

আমীর আলী আমীর আলী
লেজ কেটে হলো খালি –
একজন ডাক্তার
শুধু আমীর আলী।

গ্রাম ছেড়ে আমীর আলী
চলে গেল শহরে
দেশ ছেড়ে
চলে গেল বহুদূর লাহোরে।

আজব দেশ

বিড়াল ছানা বিড়াল ছানা
সে যে আমার বিড়াল ছানা
চুরি করে
দুধ খেতে করবে নাকো মানা
সে যে আমার বিড়াল ছানা।

ছাগল ছানা ছাগল ছানা
সে যে আমার ছাগল ছানা
দেশের শষ্য খেতে দিও
করবে নাকো মানা
সে যে আমার ছাগল ছানা।

চাঁদাবাজ – ফেরেববাজ
জুয়াচুরি তাহার কাজ
গাল দিওনা তাকে আজ
সে যে আমার চাঁদাবাজ।

তোমার ছেলে দোষী হলে
গলায় দেবো ফাঁসি
আমার ছেলে দোষী হলে
বাজবে খুশীর বাঁশী
সে যে আমার ছেলে
আমার ছেলে।

ডল্‌ফিন্

ইব্‌তিসাম
মধুর নাম
প্রিয় তার ডল্‌ফিন্
তাকে নিয়ে অরিজিৎ
খেলে শুধু রাতদিন।

একদিন খেলতে খেলতে খেলতে
চলে গেল সিঙ্গাপুর
ডল্‌ফিন্ দেখতে।

তাকে দেখে শত শত ডল্‌ফিন্
নাচতে নাচতে
তার কাছে চলে এলো
ফুটবল খেলতে।

খেলে খেলে অরিজিৎ
সেই দিন সারাদিন
হয়ে গেল ছোট এক ডল্‌ফিন্।

একুশের সাড়া জাগানো প্রথম কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি'র জনক মাহবুব উল আলম চৌধুরী সাতাত্তুর বছর জীবনে নানা বিষয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে বহু কবিতা, গল্প, নাটক এবং প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সম্পাদনা করেছেন পূর্বপাকিস্তানে প্রকাশিত প্রথম মর্যাদাবান মাসিক পত্রিকা 'সীমান্ত' (১৯৪৭-১৯৫২)। সত্তুর দশকে সম্পাদনা করেছেন চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক স্বাধীনতা' (১৯৭২-১৯৮২)। দীর্ঘ সময়ব্যাপী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং রাজনীতিকে একই মেল-বন্ধনে মিলিয়েছিলেন। তাঁর জন্ম ১৯২৭ সালে ৭ই নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলার গহিরা গ্রামে।

১৯৫০ সালে তিনি চট্টগ্রামে দাঙ্গাবিরোধী সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন। একান্ন সালে চট্টগ্রাম হরিখোলার মাঠে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সংস্কৃতি সম্মেলনের তিনি অন্যতম সংগঠক। বায়ান্ন সালে চট্টগ্রামের সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। চুয়ান্ন সালে যুক্তফ্রন্ট কর্মী শিবিরের আহ্বায়ক ছিলেন। একই বছর ঢাকায় কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে চট্টগ্রাম থেকে শতাধিক শিল্পী সাহিত্যিকের যে প্রতিনিধি দল যোগদান করে মাহবুব উল আলম চৌধুরী তার দলনেতা ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের প্রান্তিক নব-নাট্যসংঘ এবং কৃষ্টি কেন্দ্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা।

কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকে *আবেগধারা* (চট্টগ্রাম), *ইস্পাত* (কোলকাতা) এবং *অঙ্গীকার* (কোলকাতা) নামে তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দারোগা ও আগামীকাল নামে তিনি দুটো নাটকও লিখেন। সাতচল্লিশ সালে লিখিত তাঁর পুস্তিকা বিপ্লব তদানীন্তন সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। ছাপ্পান্ন সালে *মিশরের মুক্তিযুদ্ধ* নামে আরো একটি পুস্তক চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। *সূর্যাস্তের রক্তরাগ* তাঁর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ।

১৯৮৬ সালে বাঙলা একাডেমী তাঁকে ফেলোশীপ প্রদান করে সম্মানিত করে। ২০০১ সালে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন তাঁকে একুশে পদক ও সম্বর্ধনা প্রদান করে। এ ছাড়া তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামে স্বর্ণপদক সহ অনেক সম্বর্ধনা লাভ করেন।

ব্যাপক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তিনি চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকে পূর্ব বাংলায় হয়ে উঠেছিলেন একজন কিংবদন্তী পুরুষ।